অর্চন-পদ্ধতি

আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘ (ইস্‌কন)

শ্রীশ্রী রাধাগোবিন্দ জিউ মন্দির

৫নং চন্দ্রমোহন বসাক স্ট্রীট, ওয়ারী, ঢাকা-১২০৩। ফোন ঃ ৭১১৬২৪৯

শাখা ঃ- স্বামীবাগ আশ্রম

৭৯, ৭৯/১ স্বামীবাগ রোড, ঢাকা-১১০০। ফোন ঃ ৭১১৫৭৪৩

প্রকাশক ঃ
ইস্‌কন, হরেকৃষ্ণ নামহট্ট, বাংলাদেশ।

প্রথম সংস্করণ ঃ
৫,০০০ কপি
শ্রী কৃষ্ণের জন্মাষ্টমী
১২ই আগষ্ট ২০০১ ইং

ভিক্ষা ঃ পনের টাকা মাত্র।

মুদ্রণে ঃ সত প্রিন্টিং প্রেস
ক-৯৬, কুড়িল, বিশ্বরোড, ঢাকা, ফোন ঃ ৬০২১২৩, ০১৯-৩৪৫৭৯২

শ্রীশ্রী গুরু গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

অর্চণ পদ্ধতি

জয় শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ। শ্রীঅদ্বৈত গদাধর শ্রীবাসাদি গৌর ভক্তবৃন্দ।
হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।

ভূমিকা

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু পাঁচশ বছরের ও কিছু আগে পশ্চিমবঙ্গে নদীয়া জেলায় শ্রীধাম মায়াপুরে আর্বিভাব হয়। হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে। এই পবিত্র মহামন্ত্র কীর্তনের মধ্য দিয়ে তিনি সকল স্তরের মানুষকে সবোর্চ্চ ভগবত প্রেমে উদ্বুদ্ধ হতে শিক্ষা দেন। তাঁর ভবিষ্যৎ বাণী ছিল যে, পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি গ্রাম সর্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম। এই শিক্ষা একদিন বিশ্বব্যপি ছড়িয়ে পড়বে। শ্রীমৎ এ, সি, ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ (১৮৯৬-১৯৭৭) এর একক প্রচেষ্টায় প্রকৃত পক্ষে তা বাস্তব রূপ লাভ করে। তিনি আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘ গড়ে তোলেন এবং বিশ্বব্যাপী এর কর্মধারায় প্রসার ঘটান।

মানুষ সঠিক পথটি খুঁজে পেতে চায় কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক বাস্তবতা এই যে সঠিক দিক নির্দেশনা খুজে পাওয়া অত্যন্ত কঠিন। নিজেদেরকে সাধু বলে প্রচার করে থাকে দুনিয়ায় এমন লোকের অভাব নেই। এদের প্রায় সকলেই ভন্ড অবতার, অপদার্শণিক ও ভ্রান্ত শাস্ত্র সিদ্ধ-গুরু।

তাই কৃষ্ণভক্তি সম্পর্কে আন্তরিক ভাবে সেবা পূজা করতে আগ্রহী ব্যক্তিদের সহায়তার জন্য ইস্‌কন এই অর্চণ পদ্ধতি খানি উপহার দিচ্ছে। এ ব্যাপারে আগ্রহী ব্যক্তিরা গ্রন্থখানি মনযোগ সহকারে পড়বে বলে আশাকরি।

নিজেকে শুধু সনাতন ধর্মাবলম্বী বলে দাবী করার মধ্যে গৌরবের কিছু নেই। যদি আমরা যথাযথ ভাবে ধর্ম পালন না করি। মহাপ্রভুকে আমরা সকলেই মানি কিন্তু তিনি যে আদর্শ এবং বিধিবদ্দতার নির্দেশ দিয়েছেন সেটা যারা পালন করছে না তাদের জীবনে এটা দুর্ভাগ্য ছাড়া কিছুই নয়।

সুতরাং ইস্‌কন সকলকে সনাতন ধর্ম বা মহাপ্রভুর আদর্শ পালনে সম্পূর্ণ সহযোগীতা করছে। তাই "হরেকৃষ্ণ" মহামন্ত্র জপ করুন ও সুখী হোন। Chat **"Harekrishna"** and be happy.

ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে কেন অর্চণ বা পূজা করতে হবে ?

এর উত্তরে বলতে হয় জীব কৃষ্ণের নিত্য দাস। তিনি প্রভু আমরা তাঁর দাস। তাই সেবা করে তাঁর প্রিতি বা সন্তুষ্ট বিধান করাই আমাদের কর্তব্য। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও গুরুদেবকে প্রত্যক্ষ মনে করে প্রিতি বা সন্তুষ্ট করবার জন্য অরুনোদয় হইতে রাত্রি পর্যন্ত ভগবৎ উদ্দেশ্যে আন্তরিকতার সহিত যে সকল কর্ম করা হয় তাহাই অর্চণ ও পূজা, যার ইঙ্গিতে সকল কিছুই পরিচালিত হচ্ছে এবং আমাদের জীবনে ভাল মন্দ, সুখদুঃখ প্রতিভাত হচ্ছে। আমাদের সুখ শান্তি পেতে হলে অবশ্যই সুখশান্তির মালিককে খুশী করতে হবে। আর সেই মালিক হলো ভগবান শ্রীকৃষ্ণ।

একেলা ঈশ্বর কৃষ্ণ আর সব ভৃত্য।
যারে জৈছে নাচায় সে তৈছে করে নিত্য। (চৈঃচঃ)
এতে চাংশ কলা কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ম। (ভাগবত)

শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ং পূর্ণ ও পরম ঈশ্বর। আর দেবদেবী সকলেই তার ভৃত্য বা অংশের অংশ মাত্র।

সুতরাং ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে সেবা পূজা করলেই সকল দেবদেবী সুখী হন। এমন কি মানুষ ৬ প্রকারের ঋণি থাকে। সেটা কোন ভাবেই ঋণ শোধ করা যায় না কিন্তু ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অর্চন পূজা দ্বারা সন্তষ্ট করতে পারলে ঐ সকল ঋণ থেকে আপনা থেকেই মুক্ত হওয়া যায়।

ভাঃ বলেছে ঃ- দেবর্ষিভুতাপ্তনৃণাং পিতৃর্না ন কিংকরো নায়ঋণী চ রাজন্।
সর্বাত্মনা যঃ শরণং শরন্যং গেতো মুকুন্দং পরিহৃত্য কর্তম্।

যিনি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চরন কমলে স্মরন নিয়েছেন, তার আর দেবতা, মুনিঋষি, রাজা, জনসাধারণ, পিতামাতা, আত্মীয় স্বজন ও গুরুদেবের প্রতি কোন কর্তব্য থাকে না। আপনা থেকেই সকল কর্তব্য সমাপণ হয়ে যায়।

রাধাকৃষ্ণ কলিযুগে গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু রূপে এলেন। কলির জীবকে উদ্ধারের জন্য শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য, রাধাকৃষ্ণ নহে অন্য রূপানুগ জনের জীবন।

মহাপ্রভুর বাণী ঃ- পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি গ্রাম, সর্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম। এই বাণীর সার্থকতা করলেন শ্রী অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ ১৮৯৬ হইতে ১৯৭৭ পর্যন্ত পাশ্চাত্য দেশে প্রচার করে।

"হরেকৃষ্ণ"

মন্দির

মন্দির বললে বাংলায় জনসাধারণের মন্দির বুঝায়। বাড়ীতে পূজার ব্যবস্থা থাকলে তাকে ঠাকুর ঘর অথবা পূজামন্ডপ নামে অভিহিত করা হয়। শাস্ত্র অনুসারে বাড়ীতে এবং মন্দিরে পূজার মান ভিন্ন ভিন্ন। বাড়ীতে সঠিক সময় সূচী অনুসরণ করা অত্যাবশ্যক নয় তবে পরিচ্ছন্নতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহ আছে এমন মন্দিরসমূহের দিকে কমপক্ষে পাঁচবার ভোগ নিবেদন ও আরতি করতে হয়। তবে বাড়ীতে পরিবারে খাবার প্রয়োজনে যা রান্না হয় তাই নিবেদন করা যায়।

প্রত্যেক বৈষ্ণবের নিয়মিত মন্দিরে যাওয়া উচিৎ। তিনি বাসগৃহে একটি ঠাকুরঘর তৈরী করে নিতে পারেন । একই এলাকার কয়েকজন বৈষ্ণব থাকলে তাঁরা মিলিতভাবেও একটা মন্দির নির্মাণ করতে পারেন।

মন্দির সাদাসিধা অথবা জাঁকজমকপূর্ণ হতে পারে। তবে মন্দির সবসময় পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। শাস্ত্রে আছে যিনি মন্দির পরিস্কার করেন তাঁর হৃদয় পরিস্কার হয় ভগবানের আরাধনার জন্য নির্দিষ্ট এটা একটা পবিত্র স্থান। সেখানে কোন বাজে কথা অথবা উচ্চস্বরে চিৎকার চলতে দেয়া যায় না। মন্দিরে ধুমপান নিষিদ্ধ। এখানে কীর্ত্তন গানকে উৎসাহিত করা উচিৎ। তবে পল্লীগীতি, সিনেমার গান অথবা অন্যান্য সাধারণ গান চলতে পারবে না। কৃষ্ণের উদ্দেশ্যে কীর্ত্তন ব্যতীত আর কোন গান বাজনা মন্দিরে নিষিদ্ধ। মন্দিরে উপস্থিত হয়ে ভক্তরা ঈশ্বরের প্রতি পুরোপুরি মনোনিবেশ করবেন।

এভাবে মন্দিরের পবিত্রতা রক্ষা করতে হয়। অবৈষ্ণব আচরণ (যেমনঃ- মাছ খাওয়া) ত্যাগ করতে না পারা পর্যন্ত বাড়ীতে বিগ্রহ স্থাপন উচিৎ নয়। এ ধরনের কারও বাড়ীতে বিগ্রহ থাকলে পূজার উচ্চমান বজায় রাখা উচিৎ।

শুদ্ধ বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে শুধুমাত্র ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, তাঁর অবতার, অন্তরঙ্গ শক্তি এবং শুদ্ধ ভক্তবৃন্দ বিগ্রহ ও ছবির মাধ্যমে পূজিত হতে পারেন। অন্যান্য দেবদেবীসহ কৃষ্ণপূজার প্রচলিত আচার শাস্ত্র অনুমোদিত নয়। অন্যান্য দেবদেবীকে সম্মান করলেও ভক্তরা একথা জানেন যে, কৃষ্ণের তুলনায় এসব দেবদেবীর তেমন কোন গুরুত্ব নেই। তাই তারা একনিষ্ঠভাবে একমাত্র কৃষ্ণপূজাই করে থাকেন।

পূজার বেদীতে চিত্রপটসমূহ স্থাপন করার ব্যাপারে আমাদের অত্যন্ত সতর্ক হতে হবে। রাধাকৃষ্ণ পঞ্চতত্ত্বের পুজনীয় তাই পঞ্চতত্ত্বের চিত্রপট যুগল মূর্তির নীচে স্থাপন করতে হবে। পৃথক সিংহাসনে রাখতে হবে। একই ভাবে পঞ্চতত্ত্ব ও রাধাকৃষ্ণ এবং রাধাকৃষ্ণ আচার্যগণের পূজনীয়। তাই তাঁদের চিত্রপট পঞ্চতত্ত্বের নীচে রাখতে হবে। রাধাকৃষ্ণ চিত্রপট সিংহাসনে রাখা ভাল। তবে সিংহাসন না থাকলেও তা দোষণীয় নয়। কিন্তু মূর্তিসমূহ অতি অবশ্যই সিংহাসনের উপর স্থাপন করতে হবে। ছবিতে এর কিছু নমুনা দেখানো হলো ঃ-

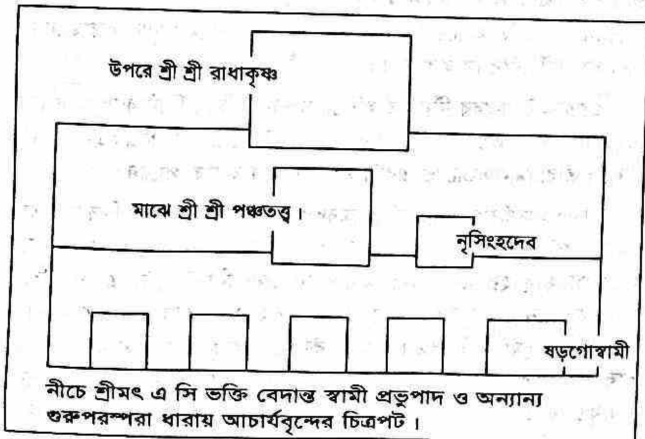

মন্দিরের অভ্যন্তরে আচরণ সম্পর্কে অনেক বিধি-নিষেধ রয়েছে। যেমন বিগ্রহের সামনে খাওয়া চলবে না, বিগ্রহকে পৃষ্ঠ প্রদক্ষিণ করা চলবে না ইত্যাদি। এ ব্যপারে বিস্তারিত জানতে হলে অনুসন্ধিৎসু পাঠক ভক্তিরসামৃত সিন্ধু গ্রন্থের 'বর্জনীয় অপরাধ' নামের পরিচ্ছেদ পড়তে পারেন।

মন্দিরের কর্মসূচী

ঐতিহ্যগতভাবে মন্দির সমূহের তৎপরতার সুনির্দিষ্ট কর্মসূচী রয়েছে সব ধরনের কর্মসূচী প্রতিদিন নিষ্ঠার সাথে পালন করলে তাতে মনকে কৃষ্ণ ভাবনায় স্থাপিত করতে খুব সাহায্য হয়। খুব ভোরে উঠে সাধনা করা আধ্যাত্মিক জীবনের জন্য অত্যন্ত সহায়ক। বর্তমান কালের মানুষ ব্রাহ্মমূহুর্তের গুরুত্ব ভুলে গেছে। কিন্তু এর বিপুল আধ্যাত্মিক সঞ্জীবনী শক্তি রয়েছে। শ্রীল প্রভুপাদ বলেছেন, যে ব্যক্তি খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠে না সে আধ্যাত্মিক জীবন সম্পর্কে আন্তরিক নয়।

বিশ্বের সর্বত্র ইসকনের মন্দির সমূহের প্রচলিত কর্মসূচী নিম্নরূপ ঃ-

ভোর ৪ টা ৩০ মিঃ মঙ্গলারতি, ভোর ৫টায় তুলসী আরতী, ভোর ৫-৩০ মিঃ নৃসিংহ প্রার্থনা, সকাল ৭টায় গুরু পূজা। ৭.১০ শৃংগার আরতী এরপর ভগবত পাঠ পরে মহাপ্রসাদ সেবা।

সন্ধ্যা-৬-৪৫ তুলসী আরতী, ৭টায় গৌর আরতী পরে নৃসিংহ আরতী ও ভজন পাঠ।

সূচীপত্র

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

সংক্ষিপ্ত
অর্চন-পদ্ধতি

নিত্যকৃত্য

সাধক ব্রাহ্মমুহূর্তে (অরুণোদয় কালে) শ্রীশ্রী গুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর জয়গানপূর্বক পঞ্চতত্ত্ব ও শ্রীকৃষ্ণনাম কীর্তন করিতে করিতে শয্যাত্যাগ করিবে। তৎপর পৃথিবীকে প্রনামপূর্বক ভূমিস্পর্শ করিয়া প্রার্থনা করিবে–

"সমুদ্রমেখলে দেবী! পর্বত-স্তনমণ্ডলে।
বিষ্ণুপত্নি! নমস্তুভ্যং পাদস্পর্শ ক্ষমস্ব মে ॥"

তৎপর গৃহ হইতে বাহিরে গিয়া শৌচ, দন্তধাবন, মুখ-হস্ত-পাদ প্রক্ষালনপূর্বক স্নান করিয়া (অসমর্থ পক্ষে রাত্রিবাস পরিত্যাগপূর্বক) শুদ্ধ বস্ত্র পরিধান করিবে। তৎপর আসনে বসিয়া (দিবাভাগে পূর্বমুখ, রাত্রিকালে উত্তরমুখ হইয়া) দ্বাদশ অঙ্গে তিলক করিবে এবং নিম্নলিখিত মন্ত্রে আচমন করিবে–

দক্ষিণহস্ততালুতে কিঞ্চিৎ (এক গণ্ডুষ) জল লইয়া– 'ওঁ কেশবায় নমঃ' বলিয়া একবার, 'ওঁ নারায়ণায় নমঃ' বলিয়া একবার, 'ওঁ মাধবায় নমঃ' বলিয়া একবার জল পান করিবে। তৎপর হস্ত প্রক্ষালন করিয়া হাতযোড়া করিয়া বলিবে–

"ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়" ।
দিবীব চক্ষুরাততম্ ॥"

তৎপর ব্রহ্মগায়ত্রী পাঠ করিয়া শিখাবন্ধন করিবে এবং তৎপর গুরুদেব হইতে প্রাপ্ত দীক্ষামন্ত্রে প্রত্যেকটি দশবার করিয়া জপ করিয়া প্রাতঃকালীন আহ্নিক সারিবে।

ভগবৎ-প্রবোধন

শ্রীমন্দিরের দরজার সম্মুখে গিয়া তিনবার করতালি দিয়া প্রার্থনা করিবে–

"উগ্রসেন মহাবাহো কৃষ্ণদ্বাররক্ষক।
স্ফুটয় কপাটদ্বারং বিষ্ণুপূজা করোম্যহম্ ॥"

এই প্রার্থনান্তে মন্দিরের কপাট খুলিয়া সুইচ টিপিয়া আলোক জ্বালাইবে ও তৈলপ্রদীপটিও জ্বালাইবে। ঐ সময় ঘন্টা বাদন করিতে করিতে কিছু স্তবস্তুতি করিবে ও তাহা না পারিলে পঞ্চতত্ত্ব ও মহামন্ত্র কীর্তন করিবে। অতঃপর পূজার আসনে বসিয়া পূর্ববৎ আচমন করিবে। তৎপর ঘন্টাধ্বনি সহকারে শ্রীবিগ্রহগণের শয়নস্থানে গিয়া মশারী উত্তোলন করিবে এবং শ্রীগুরুদেবের পাদস্পর্শ করিয়া বলিবে–

"উত্তিষ্ঠোত্তিষ্ঠ শ্রীগুরো ত্যজ নিদ্রাং কৃপাময়ঃ; পরে শ্রীগৌরাঙ্গের পাদস্পর্শ করিয়া বলিবে–

"উত্তিষ্ঠোত্তিষ্ঠ গৌরাঙ্গ জহি নিদ্রাং মহাপ্রভো"!
শুভদৃষ্টি-প্রদানেন ত্রৈলোক্যমঙ্গলং কুরু ॥"

পরে শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের পাদস্পর্শ করিয়া বলিবে–

"গো-গোপ-গোকুলানন্দ যশোদানন্দবর্ধন।
উত্তিষ্ঠ রাধয়া সার্ধং প্রাতরাসীজ্জগৎপতে" ॥

তাঁহারা এখন উঠিয়া সিংহাসনে স্ব স্ব স্থানে সুখোপবিষ্ট হইয়াছেন চিন্তা করিবে। তারপর দন্তকাষ্ঠ ও জিহ্বা-শোধনী দিতেছ ভাবনা করিয়া মুখ প্রক্ষালণার্থ জল দিবে–

ইদং মুখ-প্রক্ষালন উদকং ঐং গুরবে নমঃ (৩ বার ডাবরে জলত্যাগ)
" " " " শ্রীং রাধিকায়ৈ নমঃ (" " ")
" " " " ক্লীং গৌরায় নমঃ (" " ")
" " " " ক্লীং কৃষ্ণায় গোবিন্দায় গোপীজনবল্লভায় স্বাহা
(৩ বার ডাবরে জল ত্যাগ)

অনন্তর বস্ত্রখণ্ডদ্বারা শ্রীমুখ ও হস্ত-পদাদি মুছাইয়া দিতেছি ভাবনা করিবে। তৎপর তুলসী ব্যতীত সিংহাসনে যে কিছু বাসী পুষ্পাদি নির্মাল্য থাকিলে, তাহা অপসারণ করিয়া সিংহাসন ঝাড়িয়া পরিষ্কার করিয়া দিবে। এখন শ্রীবিগ্রহগণের চূড়া ও শ্রীকৃষ্ণের বাঁশী পরাইয়া দিবে।

মঙ্গলারাত্রিক

ধূপ, পঞ্চপ্রদীপ প্রভৃতি সাজাইয়া ঘন্টা বাজাইতে বাজাইতে আরতি আরম্ভ করিবে। আরত্রিকের পূর্বে শ্রীকৃষ্ণ মূলমন্ত্রে (ক্লীং কৃষ্ণায় গোবিন্দায় গোপীজনবল্লভায় স্বাহা) তিনবার পুষ্পাঞ্জলি দিবে। বাসীফুল সেবায় দেওয়া অবিধি বলিয়া সদ্য-ফুলের অভাবে পুষ্পাঞ্জলি দিবে না অথবা তুলসী ও জলে পুষ্পাঞ্জলি দিবে। প্রথমে ধূপ, পরপর জলশঙ্খ, বস্ত্র, পঞ্চপ্রদীপ, পুষ্প, চামর, পাখা প্রভৃতি দ্বারা আরতি করিবে। প্রত্যেক দ্রব্য মূলমন্ত্রে (ক্লীং কৃষ্ণায় গোবিন্দায় গোপীজনবল্লভায় স্বাহা।) নিবেদন করিবে। পাদদেশে– ৪ বার, নাভিদেশে– ২ বার, বদনমণ্ডলে– ৩ বার, সর্বাঙ্গে– ৭ বার ঘুরাইবে। একই সঙ্গে সকল বিগ্রহের আরত্রিক হইবে। পরে তুলসীকে ৩ বার ও বাহিরে বৈষ্ণবগণকে ১ বার ঘুরাইবে।

প্রত্যেকবার আরতি করিয়া হাত ধুইবে। পঞ্চপ্রদীপে একটু জল দিয়া শান্ত করিবে। সর্ব্বশেষে বাহিরে আসিয়া ৩ বার শঙ্খধ্বনি করিবে। আরত্রিকের পর শ্রীবিগ্রহগণের ও গুরু-গৌরাঙ্গ-গৌরপার্ষদগণের জয়ধ্বনি দিবে এবং ৪ বার সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিবে।

বাল্যভোগ

অতঃপর বাল্যভোগ নিবেদন করিবে। (প্রাতে, মধ্যাহ্নে, বৈকালে, রাত্রিতে– চারিবার ভোগ নিবেদন প্রণালী একইরূপ।) শ্রীগৌরাঙ্গ, শ্রীকৃষ্ণ (শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ), শ্রীগুরুদেব তিনজনের তিনটা পৃথক থালা হইবে। ডানদিকে শ্রীমহাপ্রভুর, মাঝখানে শ্রীকৃষ্ণের বা (শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের) ও বামদিকে শ্রীগুরুদেবের আসন ও পারস থাকিবে। প্রত্যেক পারসের সমস্ত দ্রব্যের উপর, পানীয় জলেও তুলসী দিবে। ভোগ নিবেদনের পূর্বে চূড়া ও বাঁশী খুলিয়া রাখিবে।

শ্রীগুরুদেবই নিবেদন করিয়া খাওয়াইতেছেন– অন্তরে এইরূপ ভাবনা করিয়া ঘন্টা বাজাইয়া শঙ্খজলে তুলসী দিয়া ছিটা দিয়া ভোগ নিবেদন করিবে। অগ্রে শ্রীগৌরাঙ্গকে, তৎপর শ্রীরাধাকৃষ্ণকে, শেষে শ্রীগুরুদেবকে ভোগ নিবেদন করিবে।

ভোগের প্রণালী– পূজক আসনে বসিয়া আচমন করিবে এবং শ্রীগৌর, শ্রীরাধাকৃষ্ণ ও শ্রীগুরুদেবকে পুষ্পাঞ্জলি দিবে। ঘন্টাধ্বনি করিতে করিতে বলিবে–

এষ পুষ্পাঞ্জলি ক্লীং গৌরায় নমঃ। (অর্চনপাত্রে দিবে)
" " শ্রীং ক্লীং শ্রীরাধাকৃষ্ণভ্যাং নমঃ। (ঐ)
" " ঐং গুরবে নমঃ। (ঐ)

পুষ্পের অভাবে জল লইয়া ডাবরে ফেলিবে।

তৎপর–

ইদং আসনং ক্লীং গৌরায় নমঃ (আসনে পুষ্প দিবে)
" " শ্রীং ক্লীং রাধাকৃষ্ণভ্যাং নমঃ। (ঐ)
" " ঐং গুরবে নমঃ। (ঐ)

পুষ্পের অভাবে জল লইয়া ডাবরে ফেলিবে।

এতৎ পাদ্যং ক্লীং গৌরায় নমঃ। (ডাবরে জল ফেলিবে)
এতৎ পাদ্যং শ্রীং ক্লীং রাধাকৃষ্ণভ্যাং নমঃ। (ঐ)
এতৎ পাদ্যং ঐং গুরবে নমঃ (ঐ)
ইদং আচমনীয়ং ক্লীং গৌরায় নমঃ। (ঐ)
ইদং আচমনীয়ং শ্রীং ক্লীং রাধাকৃষ্ণভ্যাং নমঃ। (ঐ)
ইদং আচমনীয়ং ঐং গুরবে নমঃ। (ঐ)

সোপকরণ-নৈবদ্যং ক্লীং গৌরায় নমঃ। (শঙ্খজলে তুলসী ডুবাইয়া ঐ জলের ছিটা ভোগের উপর দিবে।)

সোপকরণ–নৈবেদ্যং শ্রী ক্লীং রাধাকৃষ্ণভ্যাং নমঃ। (শঙ্খজলে তুলসী ডুবাইয়া ঐ জলের ছিটা ভোগের উপর দিবে)

সোপকরণ–নৈবদ্যং ঐং গুরবে নমঃ। (শঙ্খজলে তুলসী ডুবাইয়া ঐ জলের ছিটা ভোগের উপর দিবে।)

(মধ্যাহ্নে ও রাত্রে অন্ন-ব্যঞ্জনাদি ভোগের সময় বলিবে–
এতানি অন্ন-ব্যঞ্জন-পানীয়াদিকং সর্বং ..... নমঃ।)

ইদং পানীয়ং ক্লীং গৌরায় নমঃ। (শঙ্খজলে তুলসী ডুবাইয়া ঐ জলের ছিটা পানিয় জলের উপর দিবে।)

ইদং পানীয়ং শ্রীং ক্লীং রাধাকৃষ্ণভ্যাং নমঃ। (শঙ্খজলে তুলসী ডুবাইয়া ঐ জলের ছিটা পানিয় জলের উপর দিবে।)

ইদং পানীয়ং ঐং গুরবে নমঃ। (শঙ্খজলে তুলসী ডুবাইয়া ঐ জলের ছিটা পানিয় জলের উপর দিবে।)

তৎপর– প্রত্যেক ভোগের পারশ দক্ষিন হস্তে স্পর্শ করিয়া প্রত্যেক বিগ্রহের মূলমন্ত্র ৮ বার জপ করিবে।

ভোগের সমস্ত দ্রব্য ও পানীয়জল নিবেদনান্তে দরজা বন্ধ করিয়া বাহিরে আসিয়া ২০ মিনিট অপেক্ষা করিবে। ঐ সময় শ্রী বিগ্রহগণের মহিমা-সূচক স্তব পাঠ করিবে বা ১০৮ বার গায়ত্রী জপ করিবে। তৎপর পুনরায় ভিতরে গিয়া আচমনীয় ও তাম্বুল নিবেদন করিবে।

ইদংপুনরাচমনীয়ং ক্লীং গৌরায় নমঃ। (ডাবরে জলত্যাগ)

" " শ্রীং ক্লিং রাধাকৃষ্ণভ্যাং নমঃ। (ঐ)

" " ঐং গুরবে নমঃ। (ঐ)

ইদং তাম্বুলং ক্লীং গৌরায় নমঃ। (শংখজলে তুলসী ডুবাইয়া জলের ছিটা দিবে।)

" " শ্রীং ক্লীং রাধাকৃষ্ণভ্যাং নমঃ। (শঙ্খজলে তুলসী ডুবাইয়া জলের ছিটা দিবে।)

" " ঐং গুরবে নমঃ। (শংখজলে তুলসী ডুবাইয়া জলের ছিটা দিবে।)

তৎপর বাহিরে আসিয়া ৫ মিনিট অপেক্ষা করিবে। পরে ভিতরে গিয়া মহাপ্রসাদ নিম্নলিখিতভাবে নিবেদন করিবে।

ইদং শ্রীগৌর-মহাপ্রসাদ-নৈবেদ্যাদিকং সর্ব ঐ গুরবে নমঃ।
(শ্রীগৌরাঙ্গের প্রসাদ গুরুদেবকে দিবে।)

" শ্রীকৃষ্ণমহাপ্রসাদ-নৈবেদ্যাদিকং সর্ব্বং ঐং গুরবে নমঃ
(শ্রীকৃষ্ণের প্রসাদ গুরুদেবকে দিবে।)

ইদং শ্রীকৃষ্ণ-মহাপ্রসাদ-নৈবেদ্যাদিকং সর্ব্বং ওঁ সর্বসখীভ্যো নমঃ।
"　　　　"　　　　" ওঁ শ্রীপৌর্ণমাস্যে নমঃ
"　　　　"　　　　" ওঁ তুলস্যৈ নমঃ।
"　　　　"　　　　" ওঁ সর্ব্বব্রজবাসিভ্যো নমঃ।
ইদং শ্রীকৃষ্ণ-মহাপ্রসাদনৈবেদ্যাদিকং সর্বং ওঁ বিষ্ক সেনায় নমঃ।
"　　　　"　　　　" ওঁ সর্ববৈষ্ণবেভ্যো নমঃ।

এইরূপে সকলকে মহাপ্রসাদ নিবেদন করিয়া বাহিরে আসিয়া ৫ মিনিট অপেক্ষা করিবে, তৎপর হাতে তিনতালি দিয়া পর্দ্দা সরাইয়া শ্রীমন্দির খুলিয়া দিবে।

তৎপর পূজার বাসনপত্র সমস্ত মার্জ্জন করিতে দিবে ও শ্রীমন্দিরের ভিতর ও বাহিরে মার্জ্জন করিবে। অতঃপর পূজার জন্য পুষ্প ও তুলসী চয়ন করিবে। দ্বাদশী-তিথিতে তুলসী চয়ন ও শালগ্রামের স্নান করাইবে না। বাহির হইতে আসিয়া শ্রীমন্দিরে প্রবেশ করিবার পূর্বে হস্ত-পদ ধৌত করিয়া পরে শ্রীমন্দিরে ঢুকিবে।

পূজার প্রারম্ভিক কার্য

প্রাতে কোন কারণে স্নানাদি না করিলে, তখন স্নানাদি সারিয়া দ্বাদশ অঙ্গে তিলক ও মধ্যাহ্নের আহ্নিক করিবে।

শ্রীগুরুদেব নিকটে উপস্থিত থাকিলে অর্চনের নিমিত্ত শ্রীমন্দিরে প্রবেশের পূর্বে শ্রীগুরুদেবকে ভক্তিভরে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিয়া অর্চনাথ অনুজ্ঞা প্রার্থনা করিবে–

"অনুজ্ঞাং দেহি মে প্রভো! শ্রীগোবিন্দ-সমর্চনে।"

তৎপর শ্রীমন্দিরে প্রবেশপূর্বক অর্চনের বাসনগুলি যথাস্থানে সাজাইয়া রাখিবে।

শ্রীবিগ্রহের পূজারপাত্র– শ্রীবিগ্রহগণের সম্মুখে তিনটি ছোট পূজার পাত্র এক লাইনে পাশাপাশি রাখিবে। ডানে শ্রীগৌরাঙ্গের, মাঝখানে শ্রীকৃষ্ণের, বামে শ্রীগুরুদেবের পূজার পাত্র রাখিবে।

পুষ্পপাত্র বা অর্চনের পাত্র– বড় পুষ্পপাত্র বা অর্চনের পাত্র, যাহাতে ফুল, তুলসী, চন্দনাদি সব থাকিবে, উহা পূজকের আসনের সম্মুখে থাকিবে।

পূজকের আসন– শ্রীবিগ্রহকে বামে রাখিয়া পূজক পূর্ব বা উত্তর মুখী হইয়া বসিবে।

জলশঙ্খ– ত্রিপদীর উপর পুষ্পপাত্রের বামদিকে থাকিবে।

পঞ্চপাত্র বা কোশা– পুষ্পপাত্রের বামদিকে থাকিবে;

ঘন্টা ও বাদ্যশঙ্খ– পূজকের আসনের বাম দিকে পৃথক পৃথক পাত্রে থাকিবে।

শালগ্রামের স্নানপাত্র– পুষ্পপাত্রের ডানদিকে থাকিবে।

বিসর্জ্জনীয় পাত্র বা ডাবর– পুষ্পপাত্রের ডানদিকে থাকিবে।

গন্ধ বা চন্দন পাত্র, তুলসীপাত্র– সমস্তই পুষ্পমাত্রের মধ্যেই থাকিবে।

ধূপদানী– পুষ্পপাত্রের বামদিকে থাকিবে।

দীপদানী– পুষ্পপাত্রের ডানদিকে থাকিবে।

জলের ঘটি বা কলস– পূজকের আসনের বামদিকে থাকিবে।

পূজাবিধি

১। **আসন-শুদ্ধি**– পূজকের আসন পাতিয়া আসনের নিম্নে চন্দনদ্বারা ত্রিকোণ-মণ্ডল অঙ্কিত করিয়া পুষ্প-চন্দন লইয়া "এত গন্ধপুষ্পে হ্রীং আধারশক্তয়ে নমঃ" বলিয়া আসনের উপর পুষ্পটি দিবে। তৎপর দক্ষিণহস্তে আসন স্পশ করিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করিবে–

"ওঁ আসনমন্ত্রস্য মেরুপৃষ্ঠঋষিঃ সুতলং ছন্দঃ
কূর্মোদেবতা আসনাভিমন্ত্রেণ বিনিয়োগঃ।
পৃথ্বি ত্বয়া ধৃতা লোকা দেবি ত্বং বিষ্ণুনা ধৃতা।
তঞ্চ ধারয় মাং নিত্যং পবিত্রমাসনং কুরু ॥" ইতি ॥

২। **পুষ্পশুদ্ধি**–

ওঁ পুষ্পে পুষ্পে মহাপুষ্পে সুপুষ্পে পুষ্পসম্ভবে।

"পুষ্পচয়াবকীর্ণে চহূং ফট্ স্বাহা ॥"– এই মন্ত্র পাঠ করিয়া একটি পুষ্পকে দুই হাতে মর্দ্দণ করিয়া ফেলিয়া দিবে এবং পুষ্পোপরি গঙ্গাজলের ছিটা দিবে।

সামান্যার্ঘ্য

৩। **জলশঙ্খ-প্রতিষ্ঠা**– পুষ্পপাত্রের বামদিকে ভূমিতে চন্দন-দ্বারা ত্রিকোণ-মণ্ডল অঙ্কিত করিয়া 'ওঁ অস্ত্রায় ফট্' মন্ত্রে ত্রিপদী প্রক্ষালনপূর্বক 'ওঁ আধারশক্তয়ে নমঃ' বলিয়া ঐ ত্রিপদী ত্রিকোণমণ্ডলে স্থাপন করিবে।'ওঁ অস্ত্রায় ফট্' মন্ত্রে জলশঙ্খ প্রক্ষালন করিয়া ত্রিপদীর উপর স্থাপন করিবে। 'ওঁ হৃদায় নমঃ' মন্ত্রে গন্ধ, পুষ্প, তুলসী শঙ্খমধ্যে দিবে। 'ওঁ শিরসে স্বাহা' মন্ত্রে শঙ্খ জলপূর্ণ করিবে। 'ওঁ মং বহ্নিমণ্ডলায় দশকলাত্মনে নমঃ' মন্ত্রে গন্ধ-পুষ্প ত্রিপদীর উপর দিবে। 'ওঁ অং অর্কমণ্ডলায় দ্বাদশকলাত্মনে নমঃ' মন্ত্রে গন্ধপুষ্প তুলসী শঙ্খের উপর দিবে। 'ওঁ উং সোমমণ্ডলায় ষোড়শকলাত্মনে নমঃ, মন্ত্রে গন্ধ পুষ্প তুলশী শঙ্খ জলের উপর দিয়া পুজা করিবে। তৎপর অঙ্কুশ মুদ্রা দ্বারা শঙ্খজল স্পর্শ করিয়া তীর্থসকলকে আবাহন করিবে–

"ওঁ গঙ্গে চ যমুনে চৈব গোদাবরি স্বরস্বতি।
নর্মদে সিন্ধো কাবেরি জলেঽস্মিন্ সন্নিধিং কুরু ॥"

এবং শঙ্খোপরি ৮ বার মূলমন্ত্র (ক্লীং কৃষ্ণায় গোবিন্দায় গোপীজনবল্লভায় স্বাহা) জপ করিবে। তৎপর শঙ্খ হইতে কিঞ্চিৎ জল বিসর্জ্জনীয় পাত্রে ফেলিয়া দিয়া শঙ্খস্থ পুষ্প-তুলসী দ্বারা শঙ্খজলে মূল-মন্ত্রে নিজ দেহে ও পূজার সমস্ত দ্রব্যে তিনবার ছড়াইয়া দিবে। তৎপর শঙ্খজল বিসর্জ্জনীয়-পাত্রে ঢালিয়া ফেলিয়া 'ওঁ শিরসে স্বাহা, মন্ত্রে শঙ্খ-জলপূণ করিবে। শঙ্খ হইতে কিঞ্চিৎ জল ঘটিরজলে ও কলসীর জলে দিবে।

৪। **পঞ্চপাত্রে বা কোশাতে জল-স্থাপন**– পুষ্পপাত্রের বামদিকে চন্দনদ্বারা ত্রিকোণমণ্ডল অঙ্কিত করিয়া 'ওঁ অস্ত্রায় ফট্' মন্ত্রে কুশীসহ পঞ্চপাত্র বা কোশা ধুইবে। 'ওঁ আধারশক্তয়ে নমঃ' মন্ত্রে উহা ত্রিকোণ মন্ডলে স্থাপন করিবে। 'ওঁ পঞ্চপাত্রে গন্ধপুষ্প দিবে। 'ওঁ শিরসে স্বাহা' মন্ত্রে পঞ্চপাত্র জলপূর্ণ করিবে। 'ওঁ অং অকর্মণ্ডলায় দ্বাদশকলাত্মনে নমঃ' মন্ত্রে সগন্ধপুষ্পদ্বারা পঞ্চপাত্রের পূজা করিবে। 'ওঁ উং সোমমণ্ডলায় ষোড়শকলাত্মনে নমঃ' মন্ত্রে গন্ধপুষ্পদ্বারা জলের পূজা করিবে। অনন্তর "ওঁ গঙ্গে চ যমুনে ..... কুরু" মন্ত্রে অঙ্কুশ-মুদ্রাদ্বারা তীর্থসকলকে আবাহন করিয়া জলস্পর্শ করিবে এবং জলোপরি আচ্ছাদন করিয়া ৮ বার মূলমন্ত্র জপ করিবে।

৫। **ঘন্টা-স্থাপন**– পূজকের আসনের বামদিকে পিতলের পাত্রে 'ক্লীং' কামবীজ বলিয়া ঘন্টা স্থাপন করিবে এবং 'ওঁ জয়ধ্বনি মন্ত্রমাতঃ স্বাহা' মন্ত্রে গন্ধ-পুষ্প ঘন্টার উপর দিয়া পূজা করিবে। তৎপর হাতযোড় করিয়া বলিবে–

"সর্ববাদ্যময়ী ঘন্টা দেবদেবস্য বল্লভা।
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নের ঘন্টানাদং তু কারয়েৎ ॥"

৬। **বাদ্যশঙ্খ-শুদ্ধি**– পূজকের আসনের বামদিকে কোন পাত্রে বাদ্যশঙ্খ রাখিবে এবং পাদ্য ও গন্ধপুষ্প উহার উপর দিয়া হাতযোড় করিয়া বলিবে–

"ত্বং পূরা সাগরোৎপন্নো বিষ্ণুনা বিধৃতঃ করে।
মানিতঃ সর্ব্বদেবৈশ্চ পাঞ্চজন্য নমোঽস্তু তে ॥"

৭। **শ্রীবিষ্ণুস্মরণ ও মঙ্গলশান্তি**– পূজ্বে প্রারম্ভে শাস্ত্রসম্মত শ্রীবিষ্ণুস্মরণ ও মঙ্গলশান্তি পাঠ করিবে–

ওঁ যং ব্রহ্মা বেদান্তবিদো বদন্তি পরে প্রধানং পুরুষং তথাঽন্যে।
বিশ্বোদ্‌গতেঃ কারণং ঈশ্বরং বা তস্মৈ নমো বিঘ্নবিনাশায় ॥
ওঁ তদ্‌বিষ্ণোঃ পরমঃ পদং, সদা পশ্যন্তি সূরয়ো,
দিবীব চক্ষুরাততম্ ॥
ওঁ মাধবো মাধবো বাচি, মাধবো মাধবো হৃদি।
স্মরন্তি সাধবঃ সর্বে সর্ব্বকার্যেষু মাধবম্ ॥

হরিদ্রাক্ত তণ্ডুল অথবা সুগন্ধ-পুষ্প হস্তে লইয়া পাঠ করিবে–

করোতু স্বস্তি মে কৃষ্ণঃ সর্বলোকেশ্বরেশ্বর।
কার্ষ্ণদয়শ্চ কুর্বন্তু স্বস্তি মে লোকপাবনাঃ ॥
ওঁ হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম, রাম রাম হরে হরে ॥

৮। **শ্রীগুরুবর্গকে প্রণাম**– ওঁ শ্রীগুরবে নমঃ, ওঁ পরম গুরবে নমঃ, ওঁ পরমেষ্ঠীগুরবে নমঃ, ওঁ সর্ব্বগুরূত্তমায় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যায় নমঃ ॥

৯। র্ভূত-শুদ্ধি– আমি জড় দেহ-মনের অতীত শুদ্ধ, চিন্ময় আত্মস্বরূপ এবং শ্রীকৃষ্ণের তটস্থা-শক্তি বা জীবশক্তির পরিণাম জীব, অতএব শ্রীকৃষ্ণের বিভিন্নাংশ হইয়াও বস্তুন্তর নহি। আমি ভগবদংশ, শুদ্ধ-বুদ্ধ, মুক্ত স্বভাব, ভগবানের নিত্যসেবক; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের শক্তি ও নিত্য অধীন দাসমাত্র; তদীয় কৃপার ভিখারী হইয়া তদীয় প্রিয়তম অন্তরঙ্গ সেবক শ্রীগুরুদেবের নিত্য অনুগতভাবে সেবাকারী। এক্ষণে শ্রীগুরুদেবের অনুমতিক্রমে ও অনুগতভাবে শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্বিকা গিরিধারীর সেবায় প্রবৃত্ত– অন্তরে এইরূপ চিন্তা ও দৃঢ় ভাবনা করিয়া নিম্নলিখিত ধ্যান পাঠ করিবে–

১০। আত্মধ্যান–

দিব্যং শ্রীহরিমন্দিরাঢ্যতিলকং কণ্ঠ সুমালান্বিতং
বক্ষঃ শ্রীহরিনামবর্ণসুভগং শ্রীখণ্ডলিপ্তং পুনঃ।
পূতং সূক্ষ্মং নবাম্বরং বিমলতাং, নিত্যং বহন্তীং তনুং
ধ্যায়েৎ শ্রীগুরুপাদপদ্মনিকটে, সেবোৎসুকাত্মনঃ ॥

আদৌ শ্রীগুরুপূজা

"চিন্ময় শ্রীনবদ্বীপধামের মধ্যে শ্রীমায়াপুর। তথায় শ্রীযোগপীঠে রত্নমণ্ডপে শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু বসিয়া আছেন। তাঁহার দক্ষিণে শ্রিনত্যানন্দ, বামে শ্রীগদাধর, সম্মুখে করযোড়ে শ্রীঅদ্বৈত, শ্রীবাসপণ্ডিত ছত্রধারণ করিয়া দণ্ডায়মান আছেন। শ্রীগুরুদেব নিম্নবেদীতে উপবিষ্ট।" –এইরূপ চিন্তা করিয়া শ্রীগুরুদেবের ধ্যান করিয়া ষোড়শ উপচারে পূজা করিবে।

গুরুর ধ্যান– প্রাতঃ শ্রীনবদ্বীপে দ্বিনেত্রং দ্বিভূজং গুরুম্।
বরাভয়প্রদং শান্তং স্মরেৎ তন্নামপূর্বকম্ ॥

(নিজ নিজ গুরুদেবের নাম উচ্চারণ করিয়া জয়কীর্তন করিবে– ৩ বার) "জয় ওঁ বিষ্ণুপদ পরমহংস অষ্টোত্তরশতশ্রীশ্রীমদ্ভক্তি ... মহারাজ কী জয়।" (গুরুদেব অপ্রকট হইলে "নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ... কী জয়" বলিবে।)

শ্রীগুরুদেবের স্নান– স্নানস্থানে আবাহন করিয়া স্নান করাইতেছি– এইরূপ ভাবনাপূর্ব্বক স্নানীয়পাত্রে আসন-পাদ্য-আচমনীয় নিবেদন করিয়া স্নান করাইবে। (গুরুদেবের স্নানপাত্র পৃথক, শ্রীগৌরাঙ্গ ও

শ্রীকৃষ্ণের স্নানপাত্র পৃথক থাকিবে।) ইদং আসনং ঐং গুরবে নমঃ– এই মন্ত্রে স্নানপাত্র মধ্যে আসনার্থ সচন্দন-পুষ্প দিবে। প্রভো! কৃপয়া স্বাগতং কুরু– এই মন্ত্রে গুরুদেবকে আহ্বান করিবে। এতৎ পাদ্যং ঐং গুরবে নমঃ– এই মন্ত্রে কুশীতে করিয়া স্নানপাত্রে জল দিবে। তারপর ভাবনাদ্বারা গুরুদেবকে তৈল মাখাইবে।

ইদং স্নানীয়ং ঐং গুরবে নমঃ– এই মন্ত্রে জলশঙ্খ কর্পূরাদি সুবাসিত জলে ঘন্টাবাদন করিতে করিতে স্নান করাইবে। স্নানান্তে সূক্ষ্ম শুষ্ক বস্ত্রের দ্বারা গুরুদেবের শ্রীমূর্তি বা পট গুরুমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া মুছাইয়া দিবে। পরে–

ইদং সোত্তরীয়ং বস্ত্রং ঐং গুরবে নমঃ– এই মন্ত্রে গুরুদেবকে বস্ত্র দেওয়া হইতেছে ভাবনা করিয়া ২টি পুষ্প ডাবরে ফেলিবে।

ইদং আচমনীয়ং ঐং গুরবে নমঃ– এই মন্ত্রে আচমনীয় জল ডাবরে ফেলিবে।

শ্রীমূর্তির প্রসাদন– অতঃপর শ্রীগুরুদেব সিংহাসনে বসিয়াছেন এইরূপ ভাবনা করিয়া শ্রীমূর্তির চরণ (হৃদয় স্পর্শ করিয়া শ্রীগুরুমন্ত্র ও গুরুগায়ত্রী ৮ বার জপ করিবে। ইহা প্রসাদন। প্রসাদন দ্বারা অর্চকের আত্মশুদ্ধি হয়। তৎপরে–

ইদং আসনং	ঐং গুরবে	নমঃ	–অর্চনপাত্রে পুষ্প দিবে।
এতং পাদ্যং	" "	"	–কুশীতে করিয়া জল ডাবরে ফেলিবে।
ইদং অর্ঘং	" "	"	–(গন্ধ, পুষ্প, জল) অর্চনপাত্রে দিবে।
ইদং আচমনীয়ং	" "	"	–ডাবরে জল ত্যাগ।
এষ মধুপর্কঃ	ঐং গুরবে	নমঃ	(দধি, মধু, ঘৃম) অর্চনপাত্রে দিবে, অভাবে মধুপর্ক ভাবনা করিয়া জল দিবে।
ইদং আচমনীয়	" "	"	– ডাবরে জলত্যাগ।
ইদং উপবীতং	" "	"	–অভাবে অর্চনপাত্রে পুষ্প দিবে।
ইদং তিলকং	" "	"	–পুষ্পদলে চন্দন দিয়া অর্চন পাত্রে দিবে, এবং শ্রীমূর্তিতে তিলক রচনা করিবে।
ইদং আচমনীয়ং	" "	"	–ডাবরে জলত্যাগ।

ইদং আভরণং " " "–অর্চনপাত্রে পুষ্প দিবে।
এষ গন্ধঃ " " "–পুষ্পদলে চন্দন দিয়ে অর্চনপাত্রে দিবে, শ্রীমূর্তির চরণেও দিবে।
ইদং সগন্ধপুষ্পং " " "– ঐ ঐ ঐ
এষ ধূপ " " "– ডাবলে জলত্যাগ।
এষ দীপং " " "– ঐ ঐ.
ইদং নৈবেদ্যং " " "– নৈবেদ্যপাত্রে শঙ্খজলসহ তুলসী দিবে। অভাবে অর্চনপাত্রে পুষ্প দিবে।
ইদং পানীয়ং " " "– পানীয়পাত্রে শঙ্খজলসহ তুলসী দিবে।
ইদং আচমনীয়ং ঐ গুরবে নমঃ– ডাবরে জলত্যাগ।
ইদং তাম্বুলং " " "– তাম্বুলপাত্রে শঙ্খজলসহ তুলসী দিবে। অভাবে তাম্বুল ভাবনা করিয়া অর্চন পাত্রে জল দিবে।
ইদং মাল্যং " " "– শ্রীমূর্তিকে মালা পরাইয়া দিবে; অভাবে অর্চনপাত্রে পুষ্প দিবে।

ইহার পর ১০ বার গুরুমন্ত্র ও ১০ বার গুরুগায়ত্রী জপ করিবে।

স্তুতি– ত্বং গোপিকা বৃষরবেস্তনয়ান্তিকেহসি
সেবাধিকারিণি গুরো নিজপাদপদ্মে।
দাস্যং প্রদায় কুরু মাং ব্রজকাননে শ্রী
রাধাঙ্ঘ্রিসেবনরসে সুখিনীং সুখাব্ধৌ ॥

ঘন্টা বাদ্য করিতে করিতে প্রণাম করিবে।

প্রণাম– ওঁ অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন শলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥
রাধাসম্মুখসংসক্তিং সখীসঙ্গ নিবাসিনীম্।
ত্বামহং সততং বন্দে মাধবাশ্রয়বিগ্রহাম্ ॥

অনন্তর– ওঁ পরমগুরুভ্যো নমঃ– বলিয়া তাঁহাদের উদ্দেশ্যে অর্চনপাত্রে গন্ধপুষ্প দিবে। ওঁ পরাৎপরগুরুভ্যো নমঃ– বলিয়া তাঁদের উদ্দেশ্যে অর্চনপাত্রে গন্ধপুষ্প দিবে। ও পরমেষ্ঠিগুরুভ্যো নমঃ– বলিয়া তাঁহাদের উদ্দেশ্যে অর্চনপাত্রে গন্ধপুষ্প দিবে।

বৈষ্ণব প্রণাম–

বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এবচ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ ॥

স্বাত্মার্পণ–

অংশো ভগবতোহস্ম্যহং সদা দাসোহস্মি সর্ব্বথা।
তৎকৃপাপ্রেক্ষকো নিত্যং তৎপ্রেষ্ঠসাৎ করোমি স্বম্ ॥
মাং মদীয়ঞ্চ সকলং শ্রী গুরুবে সমর্পয়ামি ॥

ইদং সর্বং ঐং গুরবে নমঃ। ওঁ তৎসৎ। ওঁ হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। হরে রাম হরে রাম, রাম রাম হরে হরে।

–শ্রীমূর্তির চরণে পুষ্প দান।

শ্রীগৌরাঙ্গ–পূজা

অতঃপর শ্রীগুরুদেবের অনুজ্ঞা ও কৃপা প্রার্থনা করিয়া পঞ্চ তত্ত্বাত্মক শ্রীগৌরাঙ্গের অর্চন করিবে। শ্রীগুরুপূজার অনুরূপ নিজের অবস্থান চিন্তা করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গের ধ্যানপূর্বক অর্চন করিবে।

ধ্যান– শ্রীমন্মৌক্তিকদামবদ্ধচিকুরং সুস্মেরচন্দ্রাননং
শ্রীখণ্ডাগুরুচারুচিত্রবসনং স্রগ্‌দিব্যভূষাঞ্চিতম্।
নৃত্যাবেশরসানুমোদমধুরং কন্দর্পবেশোজ্জ্বলং
চৈতন্যং কনকদ্যুতিং নিজজনৈঃ সংসেব্যমানং ভজে ॥

জয়দান– জয়! শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-প্রভুনিত্যানন্দ-শ্রীঅদ্বৈত-গদাধর-শ্রীবাসাদি-শ্রীগৌরভক্তবৃন্দ কী জয় ॥ (৩ বার) পঞ্চতত্ত্বাত্মক শ্রীগৌরসুন্দর কী জয় ॥ স্নানস্থানে আহ্বান করিয়া স্নানের ভাবনা করিবে।

ইদং আসনং ক্লীং গৌরায় নমঃ– স্নানপাত্রে আসনার্থ সচন্দন তুলসী ও পুষ্প দান।

প্রভো! কৃপয়া স্বাগতং কুরু ক্লীং গৌরায় নমঃ– আসনে আহ্বান।

এতৎ পাদ্যং ক্লীং গৌরায় নমঃ– স্নানপাত্রে শ্রীগৌরচরণে জলদান।

ইদং আচমনীয়ং ক্লীং গৌরায় নমঃ– ডাবরে জলত্যাগ।

তারপর ভাবনাপূর্বক শ্রীঅঙ্গে সুগন্ধি তৈল মাখাইয়া–

ইদং স্নানীয়ং ক্লীং গৌরায় নমঃ– ঘন্টা বাজাইয়া শঙ্খজলে স্নান। (৩ বার)

স্নানান্তে শুষ্কবস্ত্রে অঙ্গ মোছাইয়া-

ইদং আচমনীয়ং ক্লীং গৌরায় নমঃ– ২টি পুষ্প বা ২ বার জলত্যাগ।

ইদং আচমনীয়ং ক্লীং গৌরায় নমঃ– ডাবরে জলত্যাগ।

প্রসাদন– শ্রীমন্মহাপ্রভু এখন সিংহাসনে সুখোপবিষ্ট– এইরূপ ভাবনা করিয়া শ্রীমূর্ত্তির চরণ স্পর্শ করিয়া ৮ বার শ্রীগৌরমন্ত্র ও শ্রীগৌরগায়ত্রী জপ।

ইদং আসনং ক্লীং গৌরায় নমঃ–অর্চনপাত্রে পুষ্প তুলসী দান।

এতৎ পাদ্যং " " "–ডাবরে জলত্যাগ।

ইদং অর্ঘং " " "–অর্চনপাত্রে গন্ধপুষ্প তুলসী জলদান।

ইদং আচমনীয়ং " " "– ডাবরে জলত্যাগ।

এষ মধুপর্কং ক্লীং " " "–মধুপর্কপাত্রে শঙ্খজল ও তুলসী প্রদান, অভাবে জলদান।

ইদং আচমনীয়ং " " "–ডাবরে জলত্যাগ।

ইদং উপবীতং " " "–অর্চনপাত্রে পুষ্প দান।

ইদং তিলকং " " "–অর্চনপাত্রে তুলসীদলে চন্দন দান।

ইদং আচমনীয়ং " " "– ডাবরে জলত্যাগ।

ইদং আভরণং " " "–অর্চনপাত্রে পুষ্প দান।

এষ গন্ধঃ " " "–তুলসীপত্রে চন্দন লইয়া অর্চনপাত্রে ও শ্রীমূতির চরণে দান।

ইদং সগন্ধং পুষ্পং ক্লীং গৌরায় নমঃ–পুষ্প-চন্দন লইয়া অর্চনপাত্রে ও শ্রীমূর্তির চরণে দান।

ইদং সগন্ধং তুলসী " " "–তুলসী চন্দন লইয়া অর্চনপাত্রে ও শ্রীমূর্তির চরণে দান।

এষঃ ধুপঃ " " "–ডাবরে জলত্যাগ।

এষ দীপঃ " " "–ডাবরে জলত্যাগ।

ইদং নৈব্যেদ্যং " " "–নৈবেদ্যপাত্রে শঙ্খসহ তুলসী দিবে।

ইদং পানীয়ং " " "–পানীয়পাত্রে শঙ্খজলসহ তুলসী দিবে।

ইদং আচমনীয়ং " " "–ডাবরে জলত্যাগ।

আচমনান্তে শ্রীমূর্তিকে সিংহাসনস্থ চিন্তা করিবে–
ইদং তাম্বুলং ক্লীং গৌরায় নমঃ– তাম্বুলপাত্রে শঙ্খজলসহ
তুলসী দিবে, অভাবে জল দিবে।
ইদং মাল্যং " " "–শ্রীমূর্তিকে মাল্য পরাইবে,
অভাবে পুষ্প দিবে।

তৎপর ১০ বার শ্রীগৌরমন্ত্র ও শ্রীগৌর-গায়ত্রী জপ করিবে।

স্তুতি– ধ্যেয়ং সদা পরিভবঘ্নং অভীষ্টদোহং
তীর্থাস্পদং শিববিরিঞ্চিনুতং শরণ্যম্।
ভৃত্যার্তিহং প্রণতপাল ভবাব্ধিপোতং
বন্দেমহাপুরুষ তে চরণারবিন্দম্ ॥
ত্যক্ত্যা সুদুস্ত্যজ-সুরেপ্সিত-রাজ্যলক্ষ্মীং
ধর্মিষ্ঠ আর্যবচসা যদগাদরণ্যাম্।
মায়ামৃগং দয়িতয়েপ্সিতং অন্বধাবৎ
বন্দে মহাপুরুষ তে চরণারবিন্দম্।

ঘন্টা বাদ্য করিতে করিতে প্রণাম করিবে–

প্রণাম–নমো মহাবদান্যায় কৃষ্ণপ্রেমপ্রদায় তে।
কৃষ্ণায় কৃষ্ণচৈতন্যনাম্নে গৌরত্বিষে নমঃ ॥
পঞ্চতত্ত্বাত্মকং কৃষ্ণং ভক্তরূপ-স্বরূপকম্।
ভক্তাবতারং ভক্তাখ্যং নমামি ভক্তশক্তিকম্ ॥

তৎপর সগন্ধ-পুষ্প লইয়া–

ওঁ শ্রীনিত্যানন্দায় নমঃ– অর্চনপাত্রে সগন্ধপুষ্প দিবে।
ওঁ শ্রীঅদ্বৈতায় নমঃ– " " "
ওঁ শ্রীগদাধরায় নমঃ– " " "
ওঁ শ্রীবাসায় নমঃ– " " "

অনন্তর– সগন্ধপুষ্পাদি নির্মাল্যং শ্রীগৌরপার্ষদাদিভ্যঃ নমঃ বলিয়া– "গৌরের নির্মাল্যঃ গৌরপার্ষদগণকে দিবে।

স্বাত্মার্পণ– অংশো ভগবতোহস্ম্যহং সদা দাসোহস্মি সর্বথা।
তৎকৃপাপ্রেক্ষকো নিত্যং গৌরায় স্বং সমর্পয়ে ॥
মাং মদীয়ঞ্চ সকলং শ্রীগৌরায় সমর্পয়ামি ॥

ইদং সর্বং ক্লীং গৌরায় নমঃ– শ্রীমূর্তির চরণে পুষ্প ও জল দান।

ওঁ তৎসৎ

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম, রাম রাম হরে হরে ॥

শালগ্রামের স্নান

অতঃপর শালগ্রাম– শিলাকে স্নান করাইবে স্নানপাত্রে একটি তুলসী চিৎ করিয়া দিয়া তদুপরি শালগ্রাম সকলকে রাখিবে। পূর্ব-দিনের চন্দন-তুলসী ছাড়াইয়া গব্যঘৃত মাখাইবে, তৎপর স্নান করাইবে। স্নানের সময় কখনও বামহস্তে শালগ্রাম স্পর্শ করিবে না। ঘন্টাধ্বনি করিতে করিতে শঙ্খজলে সুবাসিত জলদ্বারা (কোন বিশেষ-তিথিতে দুগ্ধদ্বারা, পঞ্চগব্য দ্বারা) এই মন্ত্রে স্নান করাইবে–

"ওঁ সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ।
স ভূমিং বিশ্বতো বৃত্বাহত্যতিষ্ঠদ্দশাঙ্গুলম্ ॥"

তৎপর সূক্ষ্মবস্ত্রে পোছাইয়া আসনের নীচে একটি করিয়া তুলসী চিৎ করিয়া দিয়া তদুপরি শালগ্রাম বসাইবে এবং "এষ সচন্দন-তুলসী-পত্রং ওঁ নমো ভাগবতে বাসুদেবায়ঃ বলিয়া ঐ সচন্দন-তুলসী-পত্রটি শালগ্রামের মস্তকে চিৎ করিয়া দিবে।

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের পূজা

তৎপর শ্রীরাধাকৃষ্ণের পূজা করিবে– শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের প্রসাদ ভাবনা করিয়া শ্রীগুরুদেবের অনুগতভাবে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের অর্চন করিবে। শ্রীগুরুদেবই সেবা করিতেছেন চিন্তা করিয়া অর্চন করিবে।

শ্রীবৃন্দাবনের ধ্যান–

ততো বৃন্দাবনং ধ্যায়েৎ পরমানন্দবর্ধনম্।
কালিন্দীজলকল্লোলসঙ্গি-মারুতসেবিতম ॥
নানাপুষ্পলতাবদ্ধ-বৃক্ষষণ্ডৈশ্চ মণ্ডিতম।
কোটিসূর্যসমাভাসং বিমুক্ত ষট্তরঙ্গকৈঃ ॥
তন্মধ্যে রত্নখচিতং স্বর্ণসিংহাসনং মহৎ ॥ ১ ॥

সেই রত্নসিংহাসনোপরি উপবিষ্ট শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের ধ্যান–

সৎপুণ্ডরীকনয়নং মেঘাভং বৈদ্যুতাম্বরম্।

দ্বিভুজং বেণুবক্ত্রাব্জং বনমালিনং ইশ্বরম্ ॥
দিব্যালঙ্করণোপেতং সখীভিঃ পরিবেষ্টিতম্ ।
চিদানন্দঘনং কৃষ্ণং রাধালিঙ্গিতবিগ্রহম ॥ ২ ॥
দিব্যদ্‌বৃন্দারণ্যকল্পদ্রুমাধঃ শ্রীমদ্‌রত্নাগার সিংহাসনস্থৌ ।
শ্রীশ্রীরাধা-শ্রীলগোবিন্দদেবৌ প্রেষ্ঠালীভিঃ সেব্যমানৌ স্মরামি ॥ ৩ ॥
জয় শ্রীশ্রীগান্ধাবিকা-গিরিধারী কি জয় ॥ (৩ বার জয় দিবে।)

স্নান— স্নানপাত্রে সগন্ধপুষ্প তুলসী-দিয়া বলিবে—
"ইদং আসনং শ্রীং ক্লীং রাধাকৃষ্ণভ্যাং নমঃ"—
তৎপর বলিবে— কৃপয়া স্বাগতং। কুরুত দেবৌ শ্রীংক্লীং রাধাকৃষ্ণভ্যাং নমঃ— আসনে আহ্বান

এতৎ পাদ্যং— " " "—স্নানপাত্রে জল দান।
ইদং আচমনীয়ং " " "—ডাবরে জলত্যাগ।
ইদং স্নানীয়ং " " "—ঘন্টাবাদন করিতে করিতে শঙ্গে করিয়া সুবাসিত জলে স্নান।

শুষ্কবস্ত্রে অঙ্গ মার্জন ভাবনা করিবে।

ইমে সোত্তরীয়ে বস্তে শ্রীং ক্লীং রাধাকৃষ্ণভ্যাং নমঃ— বস্ত্রাদি অর্পণ ভাবনা করিয়া ডাবরে ২টি পুষ্প নিক্ষেপ।

ইদং আচমনীয়ং শ্রীং ক্লীং রাধাকৃষ্ণভ্যাং নমঃ— ডাবরে জলত্যাগ।

প্রসাদন— শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহের শ্রীচরণ স্পর্শ করিয়া মূলমন্ত্র (ক্লীং কৃষ্ণায় গোবিন্দায় গোপীজনবল্লভায় স্বাহা) ৮ বার জপ করিবে।

ইদং আসনং শ্রীং ক্লীং রাধাকৃষ্ণভ্যাং নমঃ— অর্চনপাত্রে পুষ্প তুলসী দিবে

এতৎ পাদ্যং " " " "—ডাবরে জলত্যাগ।
ইদং অর্ঘ্যং " " " "—অর্চনপাত্রে গন্ধ-পুষ্প তুলসী জল প্রদান।
ইদং আচমনীয়ং " " " "—ডাবরে জলত্যাগ।
এষ মধুপর্কঃ " " " "—মধুপর্কপাত্রে শঙ্খজলে তুলসী দিবে, অভাবে জলদান।

ইদং আচমনীয়ং শ্রীং ক্লীং রাধাকৃষ্ণভ্যাং নমঃ—ডাবরে জলত্যাগ।

ইদং উবীতং ক্লীং কৃষ্ণায় গোবিন্দায় গৌপীজনবল্লভায় স্বাহা–
শ্রীমূতিকে উপবীর্ত দান, অভাবে জলদান।

ইদং তিলকং শ্রীং ক্লীং রাধাকৃষ্ণভ্যাং নমঃ– শ্রীর্মতির
উর্দ্ধপুণ্ড রচনা অর্চনপাত্রে, তুলসীপত্রে চন্দন দিবে।

ইদংন আচমনীয়ং শ্রীং ক্লীং রাধাকৃষ্ণভ্যাং নমঃ–ডাবরে জলত্যাগ।

ইমানি আভরণানি " " " "–অর্চনপাত্রে পুষ্প দিবে।

এষ গন্ধঃ শ্রীং ক্লীং রাধাকৃষ্ণভ্যাং নমঃ– শ্রীমূতির চরণে চন্দন
লেপন আর্চনপাত্রে দুইটি তুলসীপত্রে চন্দন দান।

ইদং সগন্ধপুষ্পং শ্রীং ক্লীং রাধাকৃষ্ণভ্যাং নমঃ– শ্রীমূতির
চরণে ও অর্চনপাত্রে দিবে (২ বার)

ইদং সগন্ধতুলসীপত্রং ক্লীং কৃষ্ণায় গোবিন্দায় গোপীজনবল্লভায় স্বাহা"– শ্রীকৃষ্ণের চরণে ও অর্চনপাত্রে দিবে (২ বার)।

এষ ধূপঃ শ্রীংক্লীং রাধাকৃষ্ণভ্যাং নমঃ– ডাবরে জলত্যাগ।

এষ দীপঃ " " "–ডাবরে জলত্যাগ।

ইদং নৈবেদ্যং " " "–নৈবেদ্যপাত্রে শঙ্খজল তুলসী প্রদান।

ইদং পানীয়ং " " "–পানীয়জলে শঙ্খজল-তুলসী প্রদান।

ইদং আচমনীয়ং " " "–ডাবরে জলত্যাগ।

আচমনান্তে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণকে সিংহাসনস্থ ভাবনা করিয়া–

ইদং তাম্বুলং শ্রী ক্লীং রাধাকৃষ্ণভ্যাং নমঃ– তাম্বুলপাত্রে শঙ্খ-
জল-তুলসী প্রদান।

ইমে মাল্যে " " " "– শ্রীমূর্তির গলায় মাল্য
পরাইয়া দিবে, অভাবে অর্চনপাত্রে পুষ্প দিবে।

অনন্তর কৃষ্ণমন্ত্র ও কামগায়ত্রী ১০ বার জপ করিবে।

প্রনাম– ঘন্টা বাদ্য করিতে করিতে প্রণাম করিবে।

হে কৃষ্ণ করুণাসিন্ধো দীনবন্ধো জগৎপতে।
গোপেশ গোপিকাকান্ত রাধাকান্ত নমোহস্তু তে ॥
তপ্তকাঞ্চন–গৌরাঙ্গি রাধে বৃন্দাবনেশ্বরি।
বৃষভানুসূতে দেবি প্রণমামি হরিপ্রিয়ে ॥

✳ ✳ ✳

পাদ্যপঞ্চক–

সংসারসাগরান্নাথ পুত্রমিত্রগৃহাঙ্গণাৎ।
গোপ্তারৌ মে যুবামের প্রপন্নভয়ভঞ্জনৌ ॥
যোহহং মমাস্তি যৎকিঞ্চিৎ ইহলোকে পরত্র চ।
তৎসর্ব্বং ভবতোহদ্যৈব চরণেষু সমর্পিতম ॥ ২ ॥
অহমপ্যপরাধানাং আলয়স্ত্যক্ত সাধুনঃ।
অগতিশ্চ ততো নাথৌ ভবন্তৌ মে পরা গতিঃ ॥ ৩ ॥
তবাস্মি রাধিকানাথ কর্মণা মনসা গিরা।
কৃষ্ণকান্তে তবৈবাস্মি যুবামেব গতির্মম ॥ ৪ ॥
শরণং বাং প্রপন্নোহস্মি করুণানিকরাকরৌ।
প্রসাদং কুরু দাস্যং ভো ময়ি দুষ্টেহপরাধিনি ॥ ৫ ॥

বিজ্ঞপ্তি– মৎসমো নাস্তি পাপাত্মা নাপরাধি চ কশ্চন।
পরিহারেহপি লজ্জা মে কিং ব্রুবে পুরুষোত্তম ॥ ১ ॥
যুবতীনাং যথা যুনি যুনাঞ্চযুবতৌ যথা।
মনোহভিরমতে তদ্বৎ মনো মে রমতাং ত্বয়ি ॥ ২ ॥
ভূমৌ স্খলিতপাদানাং ভূমিরেবাবলম্বনম্।
ত্বয়ি জাতাপরাধানাং ত্বমেব শরণং প্রভো ॥ ৩ ॥
গোবিন্দবল্লভে রাধে প্রার্থয়ে ত্বামহং সদা।
ত্বদীয়মিতি জানাতু গোবিন্দো মাং ত্বয়া সহ ॥ ৪ ॥
রাধে বৃন্দাবনাধীশে করুণামৃতবাহিনী।
কৃপয়া নিজপাদাজদাস্যং মহ্যং প্রদীয়তাম্ ॥

অথ উপাঙ্গ পূজা–

এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ শ্রীমুখবেনবে নমঃ–অর্চনপাত্রে গন্ধপুষ্প দান।
" " ওঁ শ্রীবক্ষসি বনমালায়ৈ নমঃ–" " "
" " দক্ষস্তনোর্ধ্বে শ্রীবৎসায় নমঃ–" " "
" " ওঁ সব্যস্তনোর্ধ্বে কৌস্তুভায় নমঃ–" " "

নির্ম্মাল্য-নিবেদন–

এতৎ মাহপ্রসাদনির্মাল্যং ঐং গুরবে নমঃ–গুরুদেবের অর্চন-পাত্রে দিবে।
ইদং শ্রীকৃষ্ণচরণামৃতং " " "–গুরুদেবের অর্চন-পাত্রে দিবে।

ইদং মহাপ্রসাদ-নৈবেদ্যং! " " "–গুরুদেবের নৈব্যেদ্যপাত্রে দিবে।
ইদং পানীয়ং! " " "–গুরুদেবের অর্চনপাত্রে দিবে।
ইদং আচমনীয়ং! " " "–ডাবরে জলত্যাগ।
ইদং প্রসাদতাম্বুলং! " " "–নৈবেদ্যপাত্রে দিবে।
ইদং শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ নির্মাল্যং ওঁ সর্বসখীভ্যো নমঃ–পৃথক পাত্রে দিবে
ইদং শ্রীকৃষ্ণচরণামৃতং " " " " " " "
ইদং মহাপ্রসাদন-নৈবেদ্যং " " " " " " "
ইদং পানীয়ং " " " " " " "
ইদং আচমনীয়ং " " " "– ডাবরে জলত্যাগ।
ইদং প্রসাদ-তাম্বুল " " " "–পৃথক পাত্রে দিবে।
ইদং সর্বং ওঁ শ্রীপৌর্ণ্যমাস্যে নমঃ– " "
ইদং সর্বং ওঁ সর্বব্রজবাসিভ্যো নমঃ– " "
ইদং সর্বং ওঁ বিশ্বক্‌সেনাদ্যবরণদেবেভ্যো নমঃ– " "

তুলসী-পূজা– প্রতমে শ্রীমন্দিরে টবে রক্ষিত তুলসীকে স্নান করাইবে।

স্নানের মন্ত্র– ওঁ গোবিন্দবল্লভাং দেবীং ভক্তচৈতন্যকারিণীম্।
স্নাপয়ামি জগদ্‌ধাত্রীং বিষ্ণুভক্তিপ্রদায়িনীম্ ॥

ইদং সগন্ধপুষ্পং ওঁ তুলসীদেব্যৈ নমঃ–তুলসীতে গন্ধ-পুষ্পদান।
ইদং শ্রীকৃষ্ণচারণামৃতং ওঁ " " " " দান।
ইদং মহাপ্রসাদনির্মাল্যাদিকং সর্বং ওঁ তুলসীদেব্যৈ নমঃ– তুলসীতে দান।
ইদং আচমনীয়ং ওঁ তুলসীদেব্যৈ নমঃ– ডাবরে জলত্যাগ।

প্রাথর্ণা– নির্মিতা ত্বং পুরা দেবৈঃ অর্চিতা ত্বং সুরাসুরৈঃ।
তুলসী হর মেহবিদ্যাং পূজা গৃহ্ন নমোহস্তু তে ॥

প্রণাম– ওঁ বৃন্দায়ৈ তুলসীদেব্যৈ প্রিয়ায়ৈ কেশবশ্য চ।
কৃষ্ণভক্তিপ্রদে দেবি সত্যবত্যৈ নমো নমঃ ॥

তারপর বাহিরে আসিয়া ৩ বার শঙ্খবাদন পূর্বক সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ প্রণাম করিবে।

ভোগ ও আরতি

দিবা ১২ টার মধ্যেই ভোগরাগ সমাধা করিতে হইবে। বাল্যভোগ, মধ্যাহ্নভোগ, বৈকালিক শীতল ভোগ ও রাত্রির ভোগ– এই সমস্তই ভোগের প্রণালী একই প্রকার। (বাল্যভোগের প্রণালী দেখ)।

শ্রীগৌরাঙ্গ, শ্রীকৃষ্ণ (শ্রীরাধাকৃষ্ণ) ও শ্রীগুরুদেবের জন্য পৃথক পৃথক তিনটি পারস হইবে। ভোগ-নিবেদনের পূর্বে বাঁশি, চূড়া খুলিয়া রাখিবে। ভোগের প্রত্যেক দ্রব্যের উপর তুলসী দিবে। বাল্যভোগের প্রণালী দেখিয়া ভোগ নিবেদন কর। ভোগ নিবেদন করিয়া বাহিরে আসিয়া নিম্নলিখিত কীর্ত্তণটি করিবে ঃ–

ভজ ভকতবৎসল শ্রীগৌরহরি।
শ্রীগৌহরি সোহি গোষ্ঠবিহারী,
নন্দযশোমতি চিত্তহারী ॥ ১ ॥
বেলা হলো, দামোদর, আইস এখন।
ভোগ-মন্দিরে বসি করহ ভোজন ॥ ২ ॥
নন্দের নির্দেশে বৈসে গিরিবরধারী।
বলদেব-সহ সখা বৈসে সারি সারি ॥ ৩ ॥
শুকতা-শাকাদি ভাজি নালিতা কুষ্মাণ্ড।
ডালি ডাল্‌না দুগ্ধতুম্বী দধি মোচাখণ্ড ॥ ৪ ॥
মুগ্দবড়া মাষবড়া রোটিকা ঘৃতান্ন।
শুষ্কুলী পিষ্ঠক ক্ষীর পুলি পায়সান্ন ॥ ৫ ॥
কর্পূর অমৃতকেলি রম্ভা ক্ষীরসা।
অমৃত রসালা অম্ল দ্বাদশ প্রকার ॥ ৬ ॥
লুটি চিনি সরপুরী লাড্ডু রসাবলী।
ভোজন করেন কৃষ্ণ হয়ে কুতুহলী ॥ ৭ ॥
রাধিকার পক্ক অন্ন বিবিধ ব্যঞ্জন।
পরম আনন্দে কৃষ্ণ করেন ভোজন ॥ ৮ ॥
ছলে বলে লাড্ডু খায় শ্রীমধুমঙ্গল।
বগল বাজায় আর দেয় হরিবোল ॥ ৯ ॥
রাধিকাদি গণে হেরি নয়নের কোণে।
তৃপ্ত হয়ে খায় কৃষ্ণ যশোদা-ভবনে ॥ ১০ ॥
ভোজনান্তে পিয়ে কৃষ্ণ সুবাসিত বারি ।
সবে মুখ প্রক্ষালয় হয়ে সারি সারি ॥ ১১ ॥

হস্ত মুখ প্রক্ষালিয়া যত সখাগনে।
আনন্দে বিশ্রাম করে বলদেব-সনে ॥ ১২ ॥
জাম্বুল রসাল আনে তাম্বুল-মসলা।
তাহা খেয়ে কৃষ্ণচন্দ্র সুখে নিদ্রা গেলা ॥ ১৩ ॥
বিশালাক্ষ শিখি-পুচ্ছ চামর ঢুলায়।
অপূর্ব শয্যায় কৃষ্ণ সুখে নিদ্রা যায় ॥ ১৪ ॥
যশোমতি-আজ্ঞা পে'য়ে ধনিষ্ঠা-আনীত।
শ্রীকৃষ্ণ-প্রসাদ রাধা ভুঞ্জে হ'য়ে প্রীত ॥ ১৫ ॥
ললিতাদি সখীগণ অবশেষ পায়।
মনে মনে সুখে রাধাকৃষ্ণ-গুণ গায় ॥ ১৬ ॥
হরি-লীলা একমাত্র যাহার প্রমোদ।
ভোগারতি গায় সেই ভকতিবিনোদ ॥ ১৭ ॥

ভোগের কার্য শেষ হইলে প্রসাদ-নৈবেদ্য পূর্ববৎ সকলকে নিবেদন করিবে। (বাল্যভোগের প্রণালী দেখ) তৎপর চূড়া, বাঁশী ও মাল্য পরাইয়া, মন্দির খুলিয়া আরাত্রিক করিবে। আরাত্রিক পূর্ববৎ। আরাত্রিকের সকল দ্রব্য মূলমন্ত্রে নিবেদন করিবে। সকল বিগ্রহকে একসঙ্গে আরতি করিবে। প্রত্যেক বারে আরতি করিয়া হাত ধুইবে। সর্বশেষে ৩ বার শঙ্খ বাজাইবে। তৎপর শ্রীশ্রী গুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্বিকা-গিরিধারী ও সর্বপরিকরবর্গের জয়ধ্বনি দিয়ে ৪ বার সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ প্রণাম করিবে।

অপরাধ ক্ষমাপণ মন্ত্র—

ওঁ মন্ত্রহীনং ক্রিয়াহীনং ভক্তিহীনং-জনার্দ্দন।
যৎ পূজিতং ময়া দেব পরিপূর্ণং তদস্তু মে।
যদ্দত্তং ভক্তিমাত্রেণ পত্রং পুষ্পং ফলং জলম্।
আবেদিতং বিনেদ্যান্তু তদ্ গৃহাণানুকম্পয়া ॥
বিধিহীনং মন্ত্রহীনং যৎকিঞ্চিদুপপাদিতম্।
ক্রিয়ামন্ত্রবিহীনম্বা তৎসর্বং ক্ষন্তুমর্হসি ॥
অজ্ঞানাদথবা জ্ঞানাদশুভং যন্ময়া কৃতম্।
ক্ষন্তুমর্হসি তৎ সর্বং দাস্যেনৈব গৃহাণ মাম্ ॥

তৎপর চরণামৃত গ্রহণ করিয়া শ্রীবিগ্রহগণের শয়ন দিবে। ঘন্টাধ্বনি করিতে করিতে তিন বিগ্রহকে ৩ বার করিয়া পুষ্পাঞ্জলি দিবে এবং চূড়া ও বাঁশী খুলিয়া বলিবে—

শয়নমন্ত্র— "আগচ্ছ শয়নস্থানং প্রিয়াভিঃ সহ কেশব।
দিব্যপুষ্পাঢ্যশয্যায়াং সুখং বিহর মাধব ॥"

শয়নের পর শ্রীমন্দির বন্ধ করিয়া বাহিরে আসিয়া সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ প্রণাম করিবে।

পরিশিষ্ট

কতিপয় জ্ঞাতব্য বিষয়

তিলকধারণ মন্ত্র–

ললাটে কেশবায় নমঃ।
উদরে নারায়ণায় নমঃ।
বক্ষঃস্থলে মাধবায় নমঃ।
কণ্ঠকুপকে গোবিন্দায় নমঃ।
দক্ষিণ কুক্ষে বিষ্ণুবে নমঃ।
দক্ষিন বাহুতে মধুসুদনায় নমঃ।
দক্ষিণ স্কন্ধে ত্রিবিক্রমায় নমঃ।
বাম পার্শ্বে বামনায় নমঃ।
বাম বাহুতে শ্রীধরায় নমঃ।
বাম স্কন্ধে হৃষীকেশয় নমঃ।
পৃষ্ঠে পদ্মনাভায় নমঃ।
কটিতে দামোদরায় নমঃ।

পরে হস্ত প্রক্ষালন করিয়া মস্তকোপরি দিয়া বলিবে–
বাসুদেবায় নমঃ।

তুলসী-স্নানের মন্ত্র–

ওঁ গোবিন্দবল্লভাং দেবীং ভক্তচৈতন্যকারিণীম্।
স্নাপয়ামি জগদ্ধাত্রীং কৃষ্ণভক্তিপ্রদায়িনীম্।

তুলসী-চয়ন মন্ত্র–

ওঁ তুলস্যমৃতজন্মাসি সদা ত্বং কেশবপ্রিয়া।
কেশবার্থং চিনোমি ত্বাং বরদা ভব শোভনে ॥

তুলসী প্রণাম–

ওঁ বৃন্দায়ৈ তুলসীদেব্যৈ প্রিয়ায়ৈ কেশবস্য চ।
কৃষ্ণভক্তিপ্রদে দেবি সত্যবত্যৈ নমো নমঃ ॥

নামাপরাধ– ১। যথার্থ (অথাৎ শ্রীহরিভক্তি পরায়ণ) সাধুগণের নিন্দা, ২। শ্রীবিষ্ণু হইতে শিবাদি-দেবতার এবং শ্রীহরিনাম হইতে শিব-নামাদির স্বতন্ত্রতা-বিচার অর্থাৎ অন্যদেবে স্বতন্ত্র ঈশ্বরবুদ্ধি এবং শ্রীকৃষ্ণের নাম, রূপ, গুণ ও লীলাকে শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ হইতে পৃথক বিচার, ৩। নামতত্ত্ববিদ, গুরুর প্রতি অবজ্ঞা, ৪। শ্রুতি ও তদনুগ শাস্ত্রের নিন্দা অর্থাৎ নাম-মহিমাবাচক শাস্ত্রের নিন্দা, ৫। হরিনাম-মাহাত্ম্যে অর্থবাদ বা

প্রশংসা-বাক্যমাত্র মনে করা, ৬। হরিনাম মাহাত্ম্যের অণ্য প্রকার অর্থ-কল্পনা অর্থাৎ কাল্পনিক বলিয়া জ্ঞান, ৭। নামবলে পাপ-প্রবৃত্তি, ৮। অন্যান্য শুভকর্মের সহিত হরিনাম-কীর্তণের তুলনা বা সাম্যজ্ঞান ও নামগ্রহণ-বিষয়ে অনুবধান বা প্রমাদ, ৯। হরিনামে শ্রদ্ধাহীন, বিষ্ণু-বৈষ্ণবের নাম-গুণ-শ্রবণে অনিচ্ছুক ও বিষ্ণু-বৈষ্ণব-বিমুখ ব্যক্তির নিকট নামোপদেশ দান, ১০। দেহেতে 'আমি' ও 'আমার'-বুদ্ধিবশতঃ হরিনামের মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়াও শ্রীনামের অপ্রীতি।

কোন প্রকারে অসাবধানতাবশতঃ নামাপরাধ হইলে শ্রীনামের একান্ত শরণাগত হইয়া অবিশ্রান্তভাবে শ্রীনাম কীর্তন করিলে শ্রীনামই নামাপরাধীকে সমস্ত অপরাধ হইতে মুক্ত করেন।

সেবাপরাধ

(শ্রীবিগ্রহে অর্চনকারী সেবাপরাধ হইতে সর্তক থাকিবে)

আগমোক্ত– ১। যান অর্থাৎ শিবিকাদি-যোগে ও কোন প্রকার পাদুকা পরিধানপূর্ব্বক ভগবদ্‌গৃহে গমন, ২। ভগবৎ-প্রীত্যর্থে ভগবানের জন্মাদিযাত্রা-মহোৎমসব না করা।

শ্রীবিগ্রহের সম্মুখে– ৩। প্রনাম না করা, ৪। এক হস্তে প্রনাম, ৫। প্রদক্ষিন, ৬। পাদ-প্রসারণ, ৭। পর্যঙ্কবন্ধনপূর্বক অর্থাৎ হস্তদ্বয়-দ্বারা জানুদ্বয় বন্ধনপূর্বক উপবেশন, ৮। শয়ন, ৯। ভোজন, ১০। মিথ্যাভাষণ, ১১। উচ্চৈঃস্বরে কথা বলা, ১২। পরস্পর ইতর কথা আলোচনা, ১৩। রোদন, ১৪। কলহ, ১৫। কাহারও প্রতি নিগ্রহ, ১৬। কাহারও প্রতি অনুগ্রহ, ১৭। সাধারণের প্রতি নিষ্ঠুর বাক্য ব্যবহার, ১৮। পরনিন্দা, ১৯। পরস্তুতি, ২০। অশ্লীল বাক্য ব্যবহার, ২১। আপনবায়ু-পরিত্যাগ, ২২। অন্যকে অভিবাদন, ২৩। পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিয়া উপবেশন, ২৪। তাম্বুল-চর্বণ, ২৫। উচ্ছিষ্ট-লিপ্ত দেহে ও অশুচি অবস্থায় শ্রীবিগ্রহের বন্দনাদি, ২৬। লোমকম্বল ধারণ করিয়া সেবাকার্যাদি করা, ২৭। সামর্থ্যসত্ত্বেও অল্প উপচারে বা অল্পব্যয়ে পূজা উৎসবাদি করা অর্থাৎ বিত্তশাঠ্য, ২৮। অনিবেদিত বস্তু-গ্রহণ, ২৯। যে কালের যে ফল-শস্য প্রভৃতি দ্রব্য সেই সময়ে তাহা ভগবানকে না দেওয়া, ৩০। আনীত দ্রব্যের অগ্রভাগ অপরকে দিয়া অবশিষ্ট দ্রব্য ভগবানকে দেওয়া, ৩১।

গুরুদেবের অগ্রে স্তবাদি না করিয়া মৌনভাবে অবস্থান, ৩২। গুরুদেবের সম্মুখে নিজের প্রশংসা, ৩৩। দেবতানিন্দা।

বরাহপুরানোক্ত– ৩৪। অন্ধকার-গৃহে শ্রীমূর্তি স্পর্শ করা, ৩৫। বিনা বাদ্যে শ্রমন্দিরের দ্বার উদ্ঘাটন, ৩৬। বিধি উল্লঙ্ঘন করিয়া স্বেচ্ছাচারে শ্রীহরির সেবা, ৩৭। কুক্কুরদৃষ্ট দ্রব্য ভগবানকে নিবেদন, ৩৮। পূজাকালে মৌনী না থাকা, ৩৯। দন্তধাবন না করিয়া পূজা, ৪০। অযোগ্যপুষ্পে পূজা, ৪১। স্ত্রীসম্ভোগান্তে পূজা, ৪২। রজস্বলা স্ত্রী স্পর্শপূর্বক পূজা, ৪৩। শবস্পর্শপূর্বক পূজা, ৪৪। রক্তবর্ণ, নীলবর্ণ, অধৌত, অপরের ব্যবহৃত ও মলিন বস্ত্র পরিধানপূর্বক পূজা, ৪৫। মৃতদর্শনান্তে পূজা, ৪৬। ক্রোধভরে শ্রীবিগ্রহ স্পর্শ ও সেবা করা, ৪৭। শ্মশানে গমণ করিয়া শ্রীবিগ্রহসেবা, ৪৮। গাত্রে তৈল মাখিয়া শ্রীবিগ্রহের স্পর্শ ও সেবা, ৪৯। এরণ্ডপত্রে রক্ষিত পুষ্পের দ্বারা পূজা, ৫০। ভূমিতে বা পীঠে উপবেশনপূর্বক পূজা, ৫১। বাসি বা যাচিত পুষ্পের দ্বারা অর্চন, ৫২। পূজাকালে নিষ্ঠীবন-ত্যাগ, ৫৩। নিজে বড় পূজক বলিয়া অভিমান, ৫৪। তির্যক্পুণ্ড্র ধারণ, ৫৫। পাদকপ্রক্ষালন না করিয়া শ্রীমন্দিরে প্রবেশ, ৫৬। স্নান করাইবার সময় বামহস্তদ্বারা শ্রীমূর্তিস্পর্শ, ৫৭। অবৈষ্ণবপাচিত অন্ন শ্রীভগবানে নিবেদন, ৫৮। অবৈষ্ণবের সম্মুখে শ্রীবিগ্রহের পূজা, ৫৯। ঘর্মাক্ত দেহে পূজা, ৬০। কাপালিককে দর্শন করিয়া পূজা, ৬১। নির্মাল্য-উলঙ্ঘন, ৬২। ভগবানের নাম লইয়া শপথ ও ৬৩। ভগবৎপ্রতিপাদক শাস্ত্রে অনাদরপূর্বক অন্যশাস্ত্রে সমাদর।

ধামাপরাধ

১। শ্রীধামপ্রদর্শক শ্রীগুরুর প্রতি অবজ্ঞা, ২। শ্রধামকে অনিত্যবোধ, ৩। শ্রীধামবাসী ও শ্রীধাম-ভ্রমণকারীর প্রতি হিংসা ও জাতি বুদ্ধি, ৪। শ্রীধামে বসিয়া বিষয়কার্যাদির অনুষ্ঠান ৫। শ্রীধাম সেবাচ্ছলে শ্রীনাম-বিগ্রহের ব্যবসায় ও অর্থোপার্জন, ৬।.শ্রীধামকে জড় মনে করিয়া জড়দেশের বা অন্য দেবতীর্থের সহিত সমজ্ঞান ও পরিমাণ-চেষ্টা, ৭। শ্রীধামবাসচ্ছলে পাপাচরণ, ৮। শ্রীনবদ্বীপ ও শ্রীবৃন্দাবনে ভেদজ্ঞান, ৯। শ্রীধাম মাহাত্ম্য-মূলক সাত্বত শাস্ত্রের নিন্দা ও ১০। শ্রধাম-মাহাত্ম্যে অবিশ্বাসমূলে অর্থবাদ ও কল্পনা-জ্ঞান।

উপসংহার

বিশেষভাবে শ্রগুিরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্বা-গিরিধরের সুখের চিন্তা সর্বদা পূজকের চিত্তের মধ্যে জাগরুক থাকা চাই। যথা, ঘনবর্ষা হইলে শ্রীবিগ্রহের স্নান করান নিষেধ। শীতকালে গ্রীষ্মঋতুর পাখাদির চালনা বন্ধ করা উচিত। বিশেষ বিশেষ পর্বাহে পঞ্চামৃতে স্নান করান শ্রীভগবানের প্রীতিকর। সৌষ্ঠবক্রমে নবনবায়মানভাবে সেবার যতই বৃদ্ধি করা যাইতে পারে, তদ্বিষয়ে লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। মহাপ্রীত্যাস্পদ গুরুজনের প্রতি যেরূপ ব্যবহার সমুচিত, তাহা অপেক্ষা অধিক গুণে সম্ভ্রম ও প্রীতির সহিত তাদৃশ আচরণ শ্রীবিগ্রহগণের প্রতি করিতে হইবে। সেই ইষ্টদেব যে পূর্ণচেতন বস্তু এবং প্রীতির আদান-প্রদানে অত্যন্ত সুখী ও কেবল সেই সমস্ত লীলার জন্য শ্রীবিগ্রহরূপে তাঁহার মর্ত্যলোকে অবতার, এই কথাগুলি সর্বদা হৃদয়ে জাগরূক না থাকিলে সমস্ত অর্চনের ফল ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইবে। পূজকের সহিত উপাস্য বর্গের সাক্ষাৎকার, আলাপ, প্রীতিদান প্রভৃতিই অর্চনের চরমফল বুঝিতে হইবে।

হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ করুন এবং সুখী হউন।

—শ্রীল প্রভুপাদ

শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ

প্রতিষ্ঠাতা আচার্য-আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘ (ইস্‌কন)।